Cosmo School

শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ২য় পত্র

সুখী মানুষ

‘সুখী মানুষ’ নাটিকার মোড়ল একজন অত্যাচারী মানুষ হিসেবে পরিচিত। মোড়ল হওয়ার কারণে সে অগাধ ক্ষমতার অধিকার লাভ করে। কিন্তু চরিত্রে অফুরন্ত লোভের নেশা থাকায় মোড়ল মানুষকে সর্বস্বান্ত করার কাজে তার ক্ষমতাকে ব্যয় করেছেন। অন্যের ধানের জমি জোর করে দখল করেছেন, দুধেল গাই কেড়ে নিয়েছেন। এভাবেই তার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু মোড়ল যখন হাড় মড়মড় নামক ভয়াবহ অসুখে আক্রান্ত হন তখন তার মধ্যে গ্লানিবোধ কাজ করতে লাগল।

মোড়ল এক অত্যাচারী চরিত্র। তিনি গ্রামের মানুষের বড় জ্বালিয়েছেন, যা হাসু মেনে নিতে পারে না। মোড়লকে সে পাপী ও অত্যাচারী মনে করে। আর এজন্যই মোড়লের ফুফাতো ভাই হয়েও হাসু তার অকল্যাণ কামনা করে।
নৈতিক আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। জীবনের এ চরম সত্যের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ‘সুখী মানুষ’ নাটিকায়।

কবিরাজ যখন অসুস্থ মোড়লের নাড়ি পরীক্ষা করছিল, তখন হাসু মোড়লের অপকর্ম সম্পর্কে রহমতকে বলছিল, রহমত হাসুর কথায় অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। ফলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়, যার কারণে কবিরাজ চিকিৎসাকর্মে মনোযোগ হারাচ্ছিল। এ কারণেই কবিরাজ এ কথা বলেছিল।

মোড়লের কঠিন অসুখ নিরাময়ের জন্য একজন সুখী মানুষের গায়ের জামার প্রয়োজন ছিল। মোড়লের আত্মীয় হাসু আর চাকর রহমত সুখী মানুষের সন্ধানে পাঁচ গ্রাম ঘুরেও কোনো সুখী মানুষ পেল না। যাকেই তারা ধরে, সেই নিজেকে অসুখী বলে মনে করে। এ থেকে হাসু সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে প্রকৃত সুখী মানুষ নেই, তাই সুখী মানুষের জামাও পাওয়া যাবে না। সুখ বড় কঠিন জিনিস। দুনিয়ায় ধনী, ভিখারি, পেটুক সবাই নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস চাইছে।

হাসু ও রহমত কবিরাজের পরামর্শ মতো সুখী মানুষের জামা সংগ্রহের জন্য পাঁচ গ্রাম ঘুরেও একজন সুখী মানুষের সন্ধান পেল না। শেষে বনের ধারে অন্ধকার রাতে একজন লোকের দেখা পেল, যে নিজেকে সুখী মানুষ বলে পরিচয় দেয়। হাসু বিস্মিত হয়ে তার দুঃখ না থাকার কারণ জানতে চাইলে লোকটি জানায়, সে সারা দিন বনে বনে কাঠ কাটে। সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে চাল, ডাল কেনে, মনের সুখে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার সোনাদানা, জামা-জুতার মতো কোনো সম্পদ নেই, ফলে চোরেরও ভয় নেই, আর শান্তিতে ঘুমানোর ব্যাপারেও তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। জীর্ণ কুটিরে বসবাস করেও সে তাই আত্মসুখ অনুভব করে। গায়ের জামা না থাকলেও সে প্রকৃত অর্থে নিজেকে সুখী মানুষ ভাবে।

একজনের অনেক সম্পদ থাকলেই যে সে সুখী হবে এমন নয়; আবার আরেকজনের কিছু না থাকলেও সে সুখী হতে পারে। অপরের কল্যাণের জন্য নিজের জীবন-মন উৎসর্গ করার মতো পরিতৃপ্তি আর কোনো কাজেই পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন: ‘সবাই অসুখী, কারও সুখ নেই’ ‘সুখী মানুষ’ নাটিকায় কেন এ কথা বলা হয়েছে?
প্রশ্ন: ‘এত কোলাহল করো না। আমি রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছি।’- কবিরাজের এ কথা বলার কারণ দর্শাও।